সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৬০
WEEKLY BOOKLET:460

আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রায় ৩৮ বছর আগের বয়ান

চারটি মন্দ বিষয়

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

চারটি মন্দ বিষয়(১)

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকাটি **"চারটি মন্দ বিষয়"** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে সমস্ত মন্দ বিষয়াদি ও ধ্বংসাত্মক রোগ-ব্যাধি থেকে হেফাযত করে তার মা-বাবা ও পরিবারসহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করো।
اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

এক বুযুর্গ জঙ্গলে সফর করছিলেন আর সফর করতে করতে রাত হয়ে গেল, চারিদিকে হিংস্র পশু-পাখিরা ঘুরাফেরা করছিল, তিনি ভয় অনুভব করলেন আর হঠাৎ এই হাদিসে পাক মনে পড়ল "যে একবার দরুদে পাক পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম, পৃঃ ১৭২, হাদিসঃ ৯১২) তিনি দরুদ শরীফ পাঠ করে নিলেন এবং এক স্থানে শুয়ে

১. এই বয়ানটি শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ১৪ রবিউস সানী ১৪০৯ হিজরী মোতাবেক ২৪ নভেম্বর ১৯৮৮ সালে দাওয়াতে ইসলামীর প্রাথমিক পর্যায়ে মাদানী মারকায গুলযারে হাবীব জামে মসজিদে আশিকানে রাসূলের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভলা ইজতিমায় করেছিলেন। যেটাকে আল মদীনাতুল ইলমিয়ার বিভাগ "বয়ানাতে আমীরে আহলে সুন্নাত" সংকলন করেছেন।

www.dawateislami.net

গেলেন, পুরো রাত আরামের সাথে কাটালেন এবং কোন পশু তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। অতঃপর (এই হাদিসে পাকের ব্যাপারে) তিনি বললেন: আমি এজন্য দরুদ শরীফ পড়েছিলাম কেননা একবার দরুদ শরীফ পাঠকারীর উপর আল্লাহ পাক দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন আর যখন আমাকে আল্লাহ পাকের দশটি রহমতে ঘিরে নিবে তখন কোন পশুর সাহস রয়েছে যে, সে আমার দিকে চোখ তুলে তাকাবে। (সাআদাতুদ দারাইন, পৃ: ১৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এসবকিছু ঈমানের দৃঢ়তার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আপনারা এই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ঈমানের দৃঢ়তা লক্ষ্য করেছেন অথচ আমাদের অবস্থা তো এটা যে, আমরা اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুমিন কিন্তু আমাদের দৃষ্টি বেশি থাকে বাহ্যিকতার দিকে। আল্লাহ পাক আমাদের ঈমানকেও দৃঢ় করে দিক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

চারটি পাখি ও আল্লাহ পাকের কুদরত

হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام সমুদ্রের তীরে একটি লাশ দেখতে পেলেন। পরিস্থিতি এমন ছিল যে যখন পানি আসত তখন মাছ চলে আসত আর ওই লাশটিকে খেত, যখন পানি নেমে যেত তখন পশুরা ওই লাশটিকে খেত আর যখন পশুরা খেয়ে চলে যেত তখন পাখিরা ঠোকর মেরে মেরে সেই লাশটি খেত। এই দৃশ্যটি দেখে হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করলেন: হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি কাদির তথা ক্ষমতাবান এবং আমার বিশ্বাস রয়েছে তুমি মরার পর আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবে কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবছি যে, হায়! আমি দৃশ্যটি নিজের চোখে দেখতে

www.dawateislami.net

পাব যে, তুমি কিয়ামতের দিন কিভাবে এই মানুষটি একত্রিত করবে যার শরীরের কিছু অংশ মাছের পেটে, কিছু পশুর পেটে আর কিছু পাখির পেটে চলে গিয়েছে। আল্লাহ পাক হুকুম দিলেন: হে ইব্রাহিম! তুমি চারটি পশু পালন করো আর সেগুলোকে খুব ভালোভাবে পরিচিত করে নাও, যখন সেগুলো খুব ভালোভাবে পরিচিত হয়ে যাবে তখন সেগুলোকে যবেহ করে দাও, যবেহ করার পর সেগুলোর মাথা নিজের কাছে রেখে দাও এবং মাংসের কিমা বানিয়ে সেগুলোক আশেপাশের বিভিন্ন পাহাড়ে অল্প অল্প করে রেখে আসো এবং সেগুলোকে ডাক দাও এরপর আমি তোমাকে আমার কুদরতের অলৌকিকতা দেখাবো।

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের হুকুম অনুযায়ী চারটি পাখি ময়ূর, মোরগ, কবুতর ও শকুন পালন করলেন। যখন সেগুলো খুব ভালোভাবে পরিচিত হয়ে গেল তখন তিনি ওই চারটি পাখিকে যবেহ করে সেগুলোর মাথা নিজের কাছে রেখে দিলেন আর মাংসের কিমা বানানোর পর বিভিন্ন পাহাড়ে অল্প অল্প করে রেখে দিলেন। এরপর তিনি সেগুলোকে ডাক দিলেন যে, আল্লাহ পাকের হুকুমে আমার কাছে চলে আসো, তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ওই চারটি পাখির কিমাগুলো একত্রিত হওয়া শুরু করল, হাড়সমূহ একটি অপরটির সাথে জোড়া লাগতে লাগল এবং দেখতে দেখতেই চারটি পাখিতে পরিণত হলো এরপর ওই চারটি পাখি উড়ে উড়ে এসে তাদের মাথার সাথে জোড়া লাগল। হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام যখন এই মমর্শস্পর্শী দৃশ্যটি দেখলেন তখন তাঁর হৃদয়ে প্রশান্তি অর্জিত হলো।

(তাফসীরে জামাল, পারা: ৩, আয়াতের পাদটীকা: ২৬০, ১/৩২৯ সারসংক্ষেপ)

এই পুরো বিষয়টিকে আল্লাহ পাক পারা: ৩, সূরা: বাকারা আয়াত নাম্বার: ২৬০ এ এইভাবে বলেছেন:

www.dawateislami.net

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِیْ كَیْفَ تُحْیِ
الْمَوْتٰىؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْؕ قَالَ بَلٰى وَ
لٰكِنْ لِّیَطْمَىٕنَّ قَلْبِیْؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً
مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ
جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَاْتِیْنَكَ
سَعْیًاؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ﴿۲۶۰﴾

(পারা: ৩, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৬০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যখন আরজ করল ইব্রাহিম, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দাও, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করবে।' ইরশাদ করলেন 'তোমার কি নিশ্চিত বিশ্বাস নেই? আরজ করল, 'নিশ্চিত বিশ্বাস কেন থাকবে না। কিন্তু আমি চাই যে, আমার অন্তরে প্রশান্তি এসে যাক।'

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহিম عَلَیْهِ السَّلَام কে তাঁর কুদরতের কেমন আজিমুশশান দৃশ্য দেখালেন! নিশ্চয় আল্লাহ পাকের কুদরত কামিল (তথা পরিপূর্ণ), তিনি যা চান করতে পারেন আর তিনি প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

চারটি পাখির মধ্যে চারটি মন্দ বিষয়

হযরত ইব্রাহিম عَلَیْهِ السَّلَام যেই চারটি পাখিকে যবেহ করেছেন সেগুলোর একেকটির মধ্যে একটি করে মন্দ স্বভাব পাওয়া যায়, যেমন ময়ূর খুবই একটি সুন্দর পাখি, সেটার পলক খুব সুন্দর হয়ে থাকে আর হয়তো পাখির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুন্দরও এটি কিন্তু এর মধ্যে একটি মন্দ অভ্যাস পাওয়া যায় যে, সে তার সৌন্দর্যতা নিয়ে অহংকার করে, আল্লাহ পাক তার অহংকার ভাঙ্গার জন্য তার পা কুৎসিত বানিয়েছেন, সে উন্মত্তের মধ্যে এসে নাচ করে আর নিজেকে খুব সুন্দর মনে করে কিন্তু যখনই তার দৃষ্টি নিজের পায়ের দিকে যায় তখন সমস্ত সৌন্দর্যের মোহ কেটে যায় আর তার চোখ

www.dawateislami.net

দিয়ে অশ্রু টপকে পড়ে। শকুন খুবই একটি অপছন্দনীয় পাখি, সে মৃত লাশ খায় আর তার মন্দ অভ্যাস হলো এটা যে, তার মধ্যে লোভ-লালসা খুব বেশি থাকে। মোরগের মধ্যে মন্দ স্বভাব হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে কামভাব বেশি থাকে। কবুতরের মধ্যে মন্দ স্বভাব হলো এটি যে, তারা তাদের উঁচুতে ওড়া নিয়ে খুব গর্ব করে। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এই চারটি পাখিকে যবেহ করলেন তো তাঁর অন্তরে প্রশান্তি আসল।

আজ যদি কোন মুসলমান এই চারটি অভ্যাসকে যবেহ করে দেয় অর্থাৎ যদি কারো মধ্যে সৌন্দর্যতা পাওয়া যায় আর সে ওইগুলোকে খুব ভালোভাবে সজ্জিত করে আর সে সেগুলো নিয়ে গর্ব করে তাহলে সে নিজের সৌন্দর্যতা নিয়ে অহংকার করাকে দূরীভূত করে দেয়। যদি কারো ভেতরে অযাচিত কামভাব পাওয়া যায় তবে সে যেন সেটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। যদি কেউ লোভ ও লালসার শিকার হয় এবং দুনিয়ার দৌলতের উপর প্রলুব্ধ হয় তবে সে দুনিয়ার লালসাকে হৃদয় থেকে বের করে দেয়। যদি কারো হৃদয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ পদবী আর চেয়ারের আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে সেটা যেন দূরীভূত করে দেয় اِنْ شَآءَ الله তার হৃদয়ে প্রশান্তি অর্জিত হবে আর তাঁর হৃদয় নূর ও ইরফান দ্বারা ভরপুর হয়ে যাবে।

(তাফসীরে জামীল, পারা: ৩, সূরা: বাকারা, আয়াতের পাদটীকা: ২৬০, ১/৩২৯ সারসংক্ষেপ)

দূর্ভাগ্যক্রমে এখন এই চারটি স্বভাব খুব বেশি ব্যাপক হয়ে গিয়েছে। যদি কারো মধ্যে সৌন্দর্যতা পাওয়া যায় তবে সে সামনের ব্যক্তির দিকে ভালোভাবে তাকায়ও না, নিজেকে অনেক সুন্দর মনে করে আর খুব ভাব নিয়ে চলে। এমন লোকদেরকে বুঝানোর জন্য বুযুর্গুদের খুব সুন্দর সুন্দর ঘটনা পাওয়া যায়, আসুন এই বিষয়ে কিছু উপদেশমূলক ঘটনা পড়ি:

www.dawateislami.net

অহংকারীদের জন্য উপদেশ

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত তাউস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক ব্যক্তিকে অহংকার করে চলতে দেখলেন তো বললেন: এই চলা ওই ব্যক্তির জন্য নয় যে জানে যে, তার পেটের মধ্যে কী রয়েছে (অর্থাৎ তার পেটের মধ্যে পায়খানা ও ময়লা রয়েছে।)

(কিমায়িয়ে সাআদাত, ২/৭২১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কেউ নিজের সৌন্দর্যতা নিয়ে অহংকার করে তবে তার উচিত নিজের সৃষ্টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা এতে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তার সৃষ্টি রক্ত ও তিক্ত পানি থেকে হয়েছে, এইভাবে গভীর চিন্তা করার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله তার অহংকারী স্বভাব দূর হয়ে যাবে। আজকাল প্রত্যেকে নিজের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ পদ ও মর্যাদার পেছনে পড়ে থাকতে দেখা যায় আর যদি কারো কোন পদবী মিলে যায় তবে সে অনেক অহংকার করতে থাকে। এমন লোকদেরকে পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে পদ ও মর্যাদা। আসুন! পদ ও মর্যাদা নিয়ে অহংকারীদের পরিণাম দেখে নিই, যেমন–

ফেরাউন ও নমরূদের পরিণাম

যখন ফেরাউন পদবী পেল তখন সে অহংকারে ফুলে গেল এবং নিজেকে প্রভু দাবি করে বসল, তিনশত বছর ধরে আরাম-আয়েশ করতে রইল কিন্তু অবশেষে তার পরিণাম এটা হলো যে, নীল নদে খুবই অপমানের সাথে ডুবে মরল। একইভাবে যখন নমরূদ ক্ষমতার অধিকারী হলো সেও নিজেকে খোদা দাবি করে বসল, অবশেষে তাকে একটি মশার মাধ্যমে ধ্বংস করা হলো। (আল হাদিকাতুন নাদিয়া, ১/৫৪৯)

www.dawateislami.net

পদবী সেটাই উত্তম যেটা ইসলামের ভালোবাসার সাথে হয়

মনে রাখবেন, পদবী সেটাই উত্তম যেটা ইসলামের ভালোবাসার সাথে হয় যেমনটা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর নিকট ছিল আর তাঁরা সেটাকে ইসলাম ধর্মের প্রচারের কাজে মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতেন। একইভাবে বুযুর্গানে দ্বীন ও আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর নিকটও পদবী ছিল আর এমন পদবী যে দুনিয়া থেকে পর্দা করার পর আজও তাঁরা তাঁদের ওরসের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষকে জমায়েত করে অথচ অনেক বড় বড় রাজনীতিবিদরাও এরকম সমাগম করতে পারে না, আজও প্রতিদিনি হাজার হাজার লোক তাঁদের মাযার শরীফে উপস্থিত হয় আর এখনও اَلْحَمْدُ لِلّٰه মানুষের হৃদয়ে তাঁদের রাজত্ব অব্যাহত রয়েছে। মনে রাখবেন! আজ দুনিয়াবী আইনের ভিত্তিতে যদি কারো কোন পদ বা ক্ষমতা মিলে যায় তো সেটা শুধুমাত্র পাঁচ বছরের জন্য হয়ে থাকে অথচ আউলিয়ায়ে কেরামের রাজত্ব হাজারো বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও আজও অব্যাহত রয়েছে এবং অব্যাহত থাকবে। যদি কারো উপর ক্ষমতার ভুত চেপে বসে আর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দুনিয়া বানানো অথবা সম্পদ অর্জন করা তবে নিশ্চিত এটা তার মন্দ গুণ তার উচিত নিজের উচ্চ পদবী পাওয়ার আশাটি দূরীভূত করা যাতে তার হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জিত হয়। হ্যাঁ! যদি আসলেই কেউ দ্বীন ইসলামের খেদমতের জন্য পদ ও পদবী পাওয়ার চেষ্টা করে তবে সেটা প্রশংসনীয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমানে এই ফিতনা ফাসাদের যুগে কামভাবের মত মন্দ অভ্যাসটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই জরুরী নতুবা এটা অনেক বড় বড় লোকদেরকে ধ্বংস করে দেয় এবং বাদশাহদেরকে গোলাম

www.dawateislami.net

বানিয়ে দেয়। ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায় যেই লোককে বড় বুযুর্গ ও ওলী হিসেবে মান্য করা হতো তার সাথে কামভাব এমন খেলা খেলেছে যে, তাদের বেলায়ত পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে আর তারা কোথায় থেকে কোথায় পৌঁছে গিয়েছে। আসুন! এমন লোকদের শিক্ষণীয় ঘটনা লক্ষ্য করি যারা কামভাবের কারণে নিজের দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ করে বসেছে, যেমন-

বদ নসীব আবিদ

বনী ইসরাঈলে একজন আবিদ ছিল যাঁর দোয়া ফেরত দেওয়া হতো না, লোকেরা তাদের রোগীদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসত আর সে দোয়া করলে তারা সুস্থ হয়ে যেত। একবার চিকিৎসার জন্য বাদশাহর এক কন্যাকে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, সে তার চিকিৎসা করা শুরু করল এই পর্যন্ত যে, শয়তান তার হৃদয়ে কুমন্ত্রণা দিল আর যেটা "হওয়ার না সেটা হয়ে গেল" আর সে ভয়ের কারণে ওই কন্যাকে হত্যা করে দাফন করে দিল। শয়তান মানুষের রুপ ধারণ করে বাদশাহর কাছে আসল আর তাকে পুরো ঘটনা সম্পর্কে অবগত করে কবরের বিষয়েও বলে দিল, অতএব বাদশাহ জমিন খুড়ে দেখল তো লাশ দেখতে পেল। আর যখন শাস্তিস্বরূপ ওই আবিদকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হচ্ছিল তখন শয়তান তার কাছে আসল আর বলতে লাগল: আমি তোমাকে এটা থেকে মুক্তি দিতে পারি কিন্তু শর্ত হলো এটা যে, তুমি আমাকে সিজদা করবে। আবিদ শয়তানকে সিজদা করল তো শয়তান অট্টহাসি হেসে উঠল আর বলল: তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অতঃপর ওই বদ-নসীব আবিদকে ফাঁসিতে ঝুলানো হলো।

(তানবীহুল গাফিলিন, পৃ: ৩২৬)

www.dawateislami.net

গভীরভাবে চিন্তা করুন! কামভাবকে নিয়ন্ত্রণে না রাখার কারণে বদ-নসীব আবিদ নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে বরবাদ করে বসেছে। দূর্ভাগ্যক্রমে পরিস্থিতি এমন খারাপ হয়ে গিয়েছে যে, যদি কেউ এই যুগে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে তো হয়তো এজন্য যে, তার গুনাহ করার সুযোগ মিলেনি অথবা সে যেন এই বিষয়ে ভয় করে কখনো যেন অপমানিত না হয়ে যায় নতুবা যদি উন্মুক্ত ছাড় থাকে তবে হয়তো কেউ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না। এইভাবে আজকাল যেভাবে ওপেন রাস্তা-ঘাটে নাচ-গানের অনুষ্ঠান হচ্ছে এমন মনে হচ্ছে যে, গুনাহের ওপেন সুযোগ মিলে গেছে। কার দিয়ে ভ্রমনকারীরা গান শুনে শুনে আনন্দ করতে থাকে আর মোটর সাইকেল চালানো ব্যক্তি গানের আওয়াজ শুনে নিজের মাথা হেলানো শুরু করে দেয়। এমন নাজুক পরিস্থিতি চলে এসেছে যে, ছেলে আর মেয়ে একসাথে মিলে নাচানাচি আর গান-বাজনা করার মত এমন এমন প্রোগ্রাম করছে যাতে এমন কিছু হচ্ছে যা বলার মত না। আল্লাহ পাক আমাদের উপর দয়া করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দুনিয়ার ভালোবাসায় মগ্ন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যুগ অনেক নাজুক হয়ে গিয়েছে, আল্লাহর ওয়াস্তে! নিজে নিজেকে বাঁচান! যেই লোক সম্মিলিতভবে অংশগ্রহণ করে সুন্নাতে ভরা বয়ানাত শুনে কমপক্ষে তাদের বোঝা উচিত এবং শুকরিয়া আদায় করা দরকার যে, তাদেরকে বোঝানোর মানুষ রয়েছে যারা ডেকে এনে এনে বুঝিয়ে থাকে, কুরআন ও হাদিস শুনিয়ে থাকে এবং এটা বলে যে, যেই দিকে মানুষ ছুটছে সেটা আমাদের রাস্তা নয়। মনে রাখবেন! আমাদের রাস্তা হলো মদীনার রাস্তা আর আমাদেরকে শুধুমাত্র ওই কথাগুলো মানতে

www.dawateislami.net

হবে যেগুলো আমাদেরকে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নির্দেশ দিয়েছেন। দূর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানদের একটি বড় সংখ্যক গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে আর এমন মনে হয় যে, তারা গুনাহগুলোকে মন ও প্রাণ থেকে চাই। কোন ঘরটি এমন রয়েছে যেখানে ইসলামের প্রিয় আইন ধারণ করা হয়েছে? কোন পরিবার এমন রয়েছে যেটার শিশু থেকে কিশোর সকলে নামাযী ও সুন্নাতের অনুসারী? কোন পরিবারটি এমন আছে যেটার মহিলারা পর্দাশীন? কোন পরিবারটি এমন রয়েছে যেটা থেকে মিউজিকের আওয়াজ আসে না? প্রতীয়মান হলো মুসলমানদের অধিকাংশ লোক গুনাহের সাথে বুক লাগিয়ে দিয়েছে আর দুনিয়ার ভালোবাসার মত্ত রয়েছে। হয়তো লোকেরা মনে করে এই দুনিয়াতে সর্বদা থাকবে অথচ এমনটি নয়। এই দুনিয়াতে না কেউ সব সময় থাকবে আর না থাকতে পারবে। অনেক সময় মৃত্যু এমনভাবে আসে যে অবলোকনকারীরা অবাক হয়ে দেখতে থাকে। যেমন–

শিক্ষণীয় মৃত্যু

এক ব্যক্তি একটি সেতুর ফুটপাত দিয়ে নিরাপদে যাচ্ছিল হঠাৎ তার পাশ দিয়ে একটি ট্রলি অতিক্রম করল যেটার চাকা সজোরে খুলে গিয়ে ওই ব্যক্তির সাথে ধাক্কা খেল যার কারণে সেই হতভাগা লোকটি লাফিয়ে ওঠে সেতু থেকে নিচে পড়ে গেল। এতটুকুতে শেষ হয়নি বরং সেই চাকাটি তাকে ধাক্কা দেওয়ার পর লাফিয়ে সেতুর নিচে পড়ে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে আবারও চাপা দিল আর এইভাবে সেই অসহায় ব্যক্তিটির হাড় ভেঙ্গে গেল আর সে ওখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। এইভাবে অনেক সময় ভালো স্বাস্থ্যবান লোক হঠাৎ মৃত্যুর শিকার হয়ে যায়, যেমন–

www.dawateislami.net

একজন রেফারির আকস্মিক মৃত্যু

অনেক পুরনো কথা একটি সংবাদপত্রে এটি খবর ছাপানো হলো যে, কোথাও ফুটবল ম্যাচ হচ্ছিল আর এক ব্যক্তি রেফারি হিসেবে ওই ম্যাচটি পরিচালনা করছিল। ম্যাচ চলাকালীন সময়ে হঠাৎ রেফারির বুকে ব্যথা শুরু হলো আর সে নিচে পড়ে গেল এবং হার্ট ফেল করে মারা গেলো। চিন্তা করে দেখুন! রেফারি একদম সুস্থ এবং সে মন-প্রাণ দিয়ে উপস্থিত ছিলো, কারণ খেলার সিদ্ধান্তটি তাঁকেই নিতে হয়, কিন্তু বেচারার শরীরটাকে খেলার মাঠ থেকে সরিয়ে নিতে হলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই সংক্ষিপ্ত জীবনে এদিক সেদিক ঘুরাফেরার করার পরিবর্তে এমন কাজ করুন যা আখিরাতে কাজে আসে। আমাদেরকে দুনিয়াতে যতদিন থাকতে হবে সেটার জন্য ততটুকু চেষ্টা করা উচিত আর যতদিন সময় আমাদেরকে কবরে কাটাতে হবে, দুনিয়াতে ততটুকু প্রস্তুতি নেওয়া দরকার যেহেতু কিয়ামতের দিন ৫০ হাজার বছরের সমান হবে এজন্য দুনিয়াতে সেটার খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। দেখুন! যদি আমাদেরকে হায়দারাবাদ যেতে হয় তবে বিশেষ কোন প্রস্তুতি নিতে হয় না বরং যেই কাপড়েই গায়ে থাকে সেটা নিয়ে চলে যায় কিন্তু যখন পাঞ্জাব ইত্যাদি দূরের কোন জায়গায় যেতে হয় তখন দুই ও তিন সেট কাপড় আরও কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস সাথে নিয়ে যায় কেননা সফরের ভিত্তিতে প্রস্তুতিও তেমন হয়ে থাকে। সুতরাং যত বছর আমাদেরকে কবরে থাকতে হবে ততটুকু কবরের প্রস্তুতি নিতে হবে এবং কিয়ামতের দিনটি যত বড় আমাদের প্রস্তুতিও তেমন হওয়া চাই। যেই লোক দুনিয়াতে থেকে আখিরাতের প্রস্তুতি নেয় না এবং দুনিয়ার উদাসিনতা ও সেটার ভালোবাসায় মগ্ন হয়ে যায় তাদের পরিণাম অনেক খারাপ হয়ে থাকে, যেমন–

www.dawateislami.net

চারটি বিপদ

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এই অবস্থায় সকাল করল যে, তার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া, তাহলে তাকে চারটি বিপদে পতিত করা হয় যেগুলো থেকে সে কখনো মুক্তি পাবে না: (১) এমন পেরেশানী যা কখনো শেষ হয় না (২) এমন ব্যস্ততা যা থেকে কখনো মুক্তি মিলে না (৩) এমন দরিদ্রতা যার পর স্বচ্ছলতা নেই এবং (৪) এমন আকাঙ্ক্ষা যা কখনো পূরণ হয় না।

(ফেরদৌসুল আখবার, ২/২৯৬, হাদিস: ৬২২৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল ফজরের নামাযের জন্য ওঠে কে? মুসলমানদের অধিংকাংশ লোক নামায তো পড়েই না? শুধুমাত্র চার বা পাঁচ শতাংশ মুসলমানরা হয়তো নামায পড়ে, যদি অধিকাংশ নামায পড়েই থাকে তবে মসজিদে গিয়ে নামায কম পড়ে। আমরা যখন সকালে ঘুম থেকে উঠি তখন আমাদের চিন্তা এটা থাকে যে আট বা নয়টা বাজে দোকান খুলতে হবে। হয়তো কেউ গুহা বা পাহাড়ে থাকবে যে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা রাখে না নতুবা আজকাল লোকদের বড় একটি সংখ্যা দুনিয়ার ভালোবাসায় মগ্ন হয়ে আছে। মনে রাখবেন! দুনিয়ার ভালোবাসা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, লোক হালাল উপার্জন ছেড়ে দিবে আর ভিক্ষা করা শুরু করবে বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সব সময় দুনিয়া অর্জন এবং মাল ও দৌলত বৃদ্ধি করার বিষয়ে চিন্তা করা এবং "দুনিয়া দুনিয়া" করতে থাকা। একইভাবে মা-বাবা ও সন্তানদের খেদমতের জন্য শরীয়তের সীমার ভেতর থেকে প্রয়োজন সাপেক্ষে হালাল উপার্জন করাও দুনিয়ার ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত নয়।

www.dawateislami.net

দূর্ভাগ্যক্রমে আমাদের উপর দুনিয়ার ভালোবাসা এত বেশি প্রাধান্য বিস্তার করেছে যে, আমরা দোয়াও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য করিয়ে থাকি যেমন অনেক লোক উপার্জনের বরকতের জন্য দোয়া করার জন্য বলে কিন্তু নেকীর বৃদ্ধির বিষয়ে দোয়া করতে কেউ বলে না! এইভাবে লেখাপড়ায় মন বসার জন্য তো অনেকেই দোয়া করতে বলে কিন্তু নামাযে মন বসার জন্য, এই বিষয়ে দোয়া করার জন্য কেউ বলে না! এটা এজন্য যে আমাদের উপর দুনিয়ার ভালোবাসা প্রাধান্য পেয়েছে। অনেক হতভাগাকে এটা বলতে শোনা যায় যে "আমাদের ফজরে চোখ তো খুলে যায় কিন্তু অলসতার কারণে আবারও শুয়ে যায়" এমন লোকদের ভাবা উচিত যে, যদি পিকনিকে যেতে হয় তবে খুশির কারণে রাতভর ঘুম আসে না, একইভাবে যদি ডিউটিতে যেতে হয় তখনও সকালে ভোরে চোখ খুলে যায় আর কোন প্রকার অলসতা আসে না যেমন কিছু কোম্পানির কর্মচারীর ডিউটি টাইম সকাল চারটা বা পাঁচটা বাজে শুরু হয় তো সমস্ত কর্মচারীরা সকাল সকাল ওঠে যায়, একইভাবে বিদেশে যাওয়ার জন্য কারো ফ্লাইট সকাল চারটা বা পাঁচটা বাজে হয়তো সময়মত ইয়ারপোর্টে পৌঁছে যায় কেননা সে টাকা খরচ করেছে অথচ নামাযের জন্য টাকা খরচ করা হয় না এজন্য চোখ খুলতে পারে না।

প্রথম বিপদ

অতএব যে এই অবস্থায় সকাল করল যে, তার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া তবে এমন ব্যক্তিদেরকে চারটি বিপদে পতিত করা হয় যার মধ্যে প্রথম বিপদ হলো "তাকে এমন পেরেশানীর মধ্যে পতিত করা হয় যেটার কোন শেষ নেই" একটু ভেবে দেখুন! আজ কে খুশিতে রয়েছে? কারো বাবা অসুস্থ বা কারো মা, কারো বাচ্চা অসুস্থ অথবা কারো রোজগারহীনতা,

www.dawateislami.net

কারো অভাব কারো কর্জ রয়েছে, অন্য কারো কোন না কোন সমস্যা আছেই, মোটকথা! মানুষের বড় একটি সংখ্যা কোন না কোন পেরেশানীতে গ্রেফতার রয়েছে।

দ্বিতীয় বিপদ

যে ব্যক্তি এই অবস্থায় সকাল করে যে, তার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া তার উপর এই বিপদ দেওয়া হয় যে "সে এমন ব্যস্ততার মধ্যে ফেসে যায় যেটা থেকে কোন মুক্তি মিলে না"। এজন্য অধিকতর মানুষকে খুব বেশি ব্যস্ত দেখা যায়। সাধারণত এটি দেখা গিয়েছে যে, আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় গরিবেরা বেশি এসে থাকে পক্ষান্তরে ধনী লোকদের সময়ই মিলে না কারণ তাদেরকে দোকান খুলে রাখতে হয়, যদি দোকান বন্ধ করে দেয় তবে ব্যবসার হিসাব করতে হয় আর মোবাইলে পার্টিদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়। যদি সম্পদশালী হতে হয় তবে মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মত হোন যে, তিনি সম্পদশালী হওয়ার পরও প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত থাকতেন, দ্বীনের কাজ করতেন এবং দুর্ভিক্ষের বছর নিজের সম্পদ দ্বারা মুসলমানদেরকে সহায়তা করতেন, যেমন–

হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দানশীলতার শান

মুসলমানদের প্রথম খলিফা, হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাসনামলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যার কারণে মানুষ অনেক চিন্তিত হলো, হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আজ সন্ধ্যায় আল্লাহ পাক তোমাদের

www.dawateislami.net

পেরেশানী দূর করে দিবেন, অতঃপর হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এক হাজার শস্য বোঝাই করা উট নিয়ে আসলেন। মদীনায়ে মুনাওয়ারার ব্যবসায়ীরা শস্য ক্রয় করার জন্য হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে গেলেন তো তিনি তাদেরকে বললেন: এটা বলো যে, সিরিয়া থেকে আমার কাছে যেসব শস্য এসেছে তোমরা আমাকে কত লাভ দিবে? ব্যবসায়ীরা বলল: দশ টাকার শস্যতে দুই টাকা করে লাভ দিব। হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমি এর চেয়ে বেশি পাচ্ছি। ব্যবসায়ীরা বলল: আপনি যেই পণ্যটি দশ টাকা দিয়ে ক্রয় করেছেন আমরা সেটার দাম পনের টাকা দিব। হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমি এর চেয়েও বেশি পাচ্ছি। ব্যবসায়ীরা অবাক হয়ে বললেন: সেই বেশি দেওয়া ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন: আমি এক টাকা মালের দাম দশ টাকা পাচ্ছি, তোমরা কি এর চেয়ে বেশি দিতে পারবে? ব্যবসায়ীরা অস্বীকার করলেন, হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি এসব শস্য আল্লাহ পাকের রাস্তায় মদীনায়ে পাকের গরিবদেরকে দিয়ে দিলাম।

(আর রিয়াযুন নাদ্বরা, ২/৪৩-৪৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মত উদার ব্যক্তি আর কেউ নেই কেননা বর্তমান সময়ে তো চিন্তাধারা এমন হয় যে, অনেক প্রচুর পরিমাণ শস্য (গুদামে) মওজুদ করে রেখে দিব আর দুর্ভিক্ষের সময় চড়া দামে বিক্রি করব, প্রয়োজনে পুরো জাতি না খেয়ে মরুক, আজই মারা যাক কিন্তু নিজের ব্যবসা কোনভাবে খালি হতে দিব না। অতএব দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদের উপর এমন ব্যস্ততা চাপিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা সেটা থেকে ছাড়াও পায় না এবং হতভাগারা এই অবস্থায় মারা যায় যে,

www.dawateislami.net

سیٹھ جی کو فکر تھی اِک اِک کے دس دس کیجئے
موت آ پہنچی کہ مِسٹر جان واپس کیجئے

সেঠ জী কো ফিকির থী এক এক কে দস দস কিযিয়ে
মউতে আ পোঁছে কেহ মিসটর জান ওয়াপস কিযিয়ে

তৃতীয় বিপদ

যে ব্যক্তি এই অবস্থায় সকাল করে যে, তার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া তবে তার উপর তৃতীয় যেই বিপদটি দেওয়া হয় সেটা হলো “সে এমন দরিদ্রতার মধ্যে ফেসে যায় যে, কখনো ধনী হতে পারে না।” হয়তো আপনি মনে করছেন সমাজে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা সকাল ও সন্ধ্যা সম্পদ অর্জনের চিন্তায় থাকে কিন্তু এরপরও গরিব হয় না বরং সম্পদশালী হয়ে থাকে মনে রাখবেন! আসল ধনী সে নয় যার কাছে প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে বরং প্রকৃত ধনী হলো সে যেই বান্দা হৃদয়ের দিক দিয়ে ধনী। একইভাবে বুযুর্গী এটা নয় যে, বান্দা বয়সের দিক দিয়ে বড় হবে যেমন আমাদের দেশে (পাকিস্তানে) বয়স্কদেরকে সম্মান করে “বুযুর্গ” বলা হয় অথচ অনেকে বার্ধক্য বয়সেও সহীহভাবে অযু করতে পারে না আর না নামায পড়তে জানে। এই বিষয়ে হযরত শায়খ সা’দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই সুন্দর বলেছেন:

بُزرگی بہ عقل اَست نہ بہ سال — تَونگری بہ دل اَست نہ بہ مال

বুযুর্গী বা আকল আসত না বা সাল - তাওয়াঙ্গী বা দিল আসত না বা মাল

অর্থাৎ বুযুর্গী বিবেক দ্বারা হয়, বয়সের কারণে নয়। সম্পদশালী দিল দিয়ে হয় দৌলত দিয়ে নয়। (গুলিস্তানে সা’দী, পৃ: ২০)

সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও গরিব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ব্যক্তি হৃদয়ের দিক দিয়ে ধনী নয় সে বাহ্যিকভাবে যতই সম্পদশালী হোক না কেন সে আসলেই গরিব, এমন লোকদের সম্পদের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে, সে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য প্রাইজ বন্ড জমা করে রাখে, তার নিজের দেশে ব্যবসা করে পেট ভরে না অন্যান্য দেশের দিকেও মুখ করে আর এইভাবে পুরো দুনিয়ায় ব্যবসা ছড়িয়ে দেয় কিন্তু আফসোস! দুনিয়াবী ব্যস্ততার কারণে সে দ্বীনের জন্য সময় বের করতে পারে না। মনে রাখবেন! যার মধ্যে দুনিয়াবী মাল ও দৌলতের আগ্রহ থাকবে না সে রাতে খাবার খেয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে সে-ই হলো আসল ধনী। ওই হতভাগা কেমন ধনী যার না দেহে শান্তি আছে আর না রাতে, যদি রাতে ঘুমায় তো হঠাৎ ফোনের রিংটোন বাজার কারণে কয়েক ঘন্টা ঘুমানোর পর ওঠে যায়। কিছুলোক বাহ্যিকভাবে সম্পদশালী নয় কিন্তু হৃদয়ের দিক দিয়ে ধনী হয়ে থাকে যখন তারা নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর রাস্তায় নিজের সামান্য কিছু মাল ব্যয় করে তখন আল্লাহ পাকের রহমতে সেই স্বল্প খরচ করা মাল অনেক বেশি মালের চেয়েও অধিক মর্যাদা নিয়ে নেয়, যেমন–

এক দিরহাম একলাখ দিরহামের চেয়ে বেশি হয়ে গেল

আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: এক দিরহাম একলাখ দিরহামের চেয়ে বেড়ে গেল, সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ আশ্চর্য হলেন যে, কিভাবে এক দিরহাম একলাখ দিরহামের চেয়ে বেড়ে গেল? তখন রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: এক ব্যক্তির কাছে অধিক মাল ছিল সে

www.dawateislami.net

তার সম্পদ থেকে একলাখ দিরহাম ব্যয় করল আর দ্বিতীয়জনের কাছে দুই দিরহাম ছিল সে তা থেকে এক দিরহাম আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিল।

(নাসায়ী, পৃ: ৪১৫, হাদিস: ২৫২৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এক দিরহাম এক লাখ টাকার চেয়ে বেশি হয়ে গেল, কারণ সেই এক দিরহামটি ওই ব্যক্তির সম্পদের অর্ধেক মাল ছিল মূলত সে তার সম্পদের অর্ধেক মাল আল্লাহ পাকের রাস্তায় দিয়ে দিল অথচ পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি এক লাখ টাকা আল্লাহর রাস্তায় সদকা করল সে তার প্রচুর সম্পত্তি থেকে অর্ধেক নয় বরং একটি অংশ দিয়েছিল, মূলত সে তার মালের অর্ধেক থেকেও কম সদকা করেছে, এইভাবে এক দিরহাম এক লাখ দিরহামের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল।

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা, হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনাও রয়েছে যে, তিনি রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে তাঁর সম্পদের অর্ধেক মাল নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন পক্ষান্তরে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে হাজির হয়েছেন। নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ওমর তুমি তোমার সম্পত্তি থেকে কত অংশ মাল এখানে নিয়ে এসেছ এবং কতটুকু সম্পদ তোমার পরিবারের জন্য রেখে এসেছ? আরজ করল: হুযুর! অর্ধেক নিয়ে এসেছি আর অর্ধেক সন্তান-সন্ততিদের জন্য রেখে এসেছি। অতঃপর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে একই প্রশ্ন করলেন তো তিনি বললেন: আমি আমার সমস্ত সম্পদ নিয়ে এসেছি আর পরিবারকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দায়িত্বে রেখে এসেছি।

(তিরমিযী, ৫/৩৮০, হাদিস: ৩৬৯৫)

www.dawateislami.net

কেউ খুব সুন্দর বলেছে:

پَروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بَس　　صدیق کے لیے ہے خدا اور رَسول بَس

পরওয়ানে কো চারাগ তো বুলবুল কো ফুল ব্যাস
সিদ্দিক কে লিয়ে হ্যা খোদা আওর রাসূল ব্যাস

হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অর্ধেক মাল হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সমস্ত মালের চেয়ে অনেক বেশি ছিল কিন্তু সমস্ত মাল ছিল না অথচ হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যেই সম্পদ নিয়ে এসেছেন সেগুলো হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অর্ধেক সম্পদের তুলনায় কম ছিল কিন্তু যেহেতু ঘরের সমস্ত মাল ছিল এজন্য হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চেয়ে অগ্রগামী হয়েছেন।

কখনো ধনী না হওয়া ব্যক্তি

যে ব্যক্তি সম্পদের ভালোবাসায় গ্রেফতার থাকে সেই হতভাগা কখনো সম্পদশালী হয় না আর সব সময় সম্পদের নেশায় মত্ত থাকে। যেমনিভাবে একটি বাঁধা গরুর কোন গন্তব্য থাকে না! বেচারা এক জায়গায় ঘুরতে থাকে, ঠিক তেমনি দুনিয়ার ভালোবাসায় যারা গ্রেফতার থাকে তাদেরও কোন গন্তব্য থাকে না! সেই হতভাগাও সম্পদ বৃদ্ধি করার নেশায় লেগে থাকে এই পর্যন্ত যে, তার মৃত্যু চলে আসে। কুরআনে কারীমে এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, যেমন: পারা: ৩০ সূরা তাকাসুরের আয়াত ২ এ ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ﴿۱﴾
حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ؕ﴿۲﴾
(পারা: ৩০, সূরা: তাকাসুর, আয়াত: ২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে সম্পদের অধিক কামনা যেই পর্যন্ত তোমরা কবরসমূহের মুখ দেখেছ।

চতুর্থ বিপদ

যে ব্যক্তি এই অবস্থায় সকাল করে যে, তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া তবে তার উপর চতুর্থ বিপদ এটা ঢেলে দেওয়া হয় যে "সে এমন আশার মধ্যে ফেসে যায় যা কখনো পূরণ হয় না"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক মানুষের কাছ থেকে এই বাক্যটি অনেকবার শুনেছি যে "আশার উপর পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত।" যখন কাউকে আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য বুঝানো হয় এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তখন উত্তর পাওয়া যায় "আশার উপর পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত" ব্যস এই চিন্তা করে বান্দা দুনিয়া অর্জনের মধ্যে এমনভাবে মশগুল হয়ে যায় যে, তার আশা শেষই হয় না, একটি প্রজেক্ট অর্ধেক অসম্পূর্ণ থেকে যায় এর মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটি প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়ে যায়, একটি দোকান সামলাতে পারে না এর উপর আরেকটি দোকান খুলে কর্মচারী রেখে দেয়। অতঃপর বর্তমান এই যুগে কে কাকে টাকা ইনকাম করে দেয়? অবশেষে একদিন সংবাদপত্রে খবর আসে যে, অমুকের দোকানের কর্মচারী মালপত্র নিয়ে পালিয়ে গেছে। অতএব জীবনের আশা কখনো পূরণ হয়ই না যে, মৃত্যু এসে গল্প শেষ করে দেয়। হায়! দুনিয়ার অযথা ভালোবাসা আমাদের হৃদয় থেকে বের হয়ে যেত আর আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ে গেঁথে যেত। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

হে দুনিয়ার প্রেমে গ্রেফতার লোকেরা! হে দুনিয়ার খাতিরে নিজেদের বিবেক বিক্রিতকারীরা! হে দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করেন যারা! সব সময় ব্যাংক ব্যালেন্সের চিন্তায় বিভোর থাকা ব্যক্তিরা! তোমাদের জন্য ভাবার একটি বিষয় যে, আল্লাহ পাক সূরা হুমাযাহ তে ইরশাদ করেন:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۣ ﴿۱﴾
الَّذِیْ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ ﴿۲﴾
یَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ﴿۳﴾
كَلَّا لَیُنْۢبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ ﴿۴﴾
وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿۵﴾
نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ﴿۶﴾ الَّتِیْ تَطَّلِعُ
عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ﴿۷﴾ اِنَّهَا عَلَیْهِمْ
مُّؤْصَدَةٌ ﴿۸﴾ فِیْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿۹﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ ধ্বংস ওই ব্যক্তির জন্য, যে লোক-সম্মুখে বদনামী করে আর পৃষ্ঠ-পেছনে (অগোচরে) নিন্দা করে, যে ব্যক্তি সম্পদ সঞ্চয় করেছে আর গুনে গুনে রেখেছে, সে কি একথা মনে করে যে, তার সম্পদ তাকে পৃথিবীতে চিরকাল রাখবে? কখনো না, অবশ্যই সে পদদলিতকারীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে? তুমি কি জানো পদদলিতকারী কি? আল্লাহ তায়ালা এর আগুন, যা প্রজ্জলিত হচ্ছে, ওটা, যা অন্তরসমূহের উপর সমুদিত হবে। নিশ্চয় ওটা তাদের উপর বন্ধ করে দেয়া হবে, দীর্ঘ দীর্ঘ স্তম্ভসমূহে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনে পাকের এই আয়াতগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন! আল্লাহ পাক "চোগলখোর, গীবতকারী ও গুনে গুনে টাকার নোট জমাকারীদের" সাবধান করছেন। অনেক লোক নিজেদের জীবন এইভাবে অতিবাহিত করে যেন তাদেরকে মরতেই হবে না, যুবকরাও এবং ৮০, ৯০ বছরের বৃদ্ধও নিজেদের আখিরাতকে ভুলে গিয়ে টিভির সামনে বসে নাটক-সিনেমা দেখছে, দাড়ি মুন্ডায়, এবং গালমন্দও করে থাকে। যা মন চায় করে ফেলে আর সব সময় ব্যস তার একটিই লক্ষ্য থাকে যে,

কোনভাবে যেন টাকা হাতে আসে। মনে রাখবেন! কুরআনে পাক সতর্ক করে দিচ্ছে যে, এখনো সময় আছে সাবধান হয়ে যাও নতুবা পরবর্তীতে আফসোস ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। হায়! আমরা যদি ইসলামের বিধানমতে আমাদের জীবন পরিচালনা ও সুন্নাতের অনুসারী হয়ে যেতাম।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সূচিপত্র

দোয়ায়ে আত্তার: ১
দরুদ শরীফের ফযিলত ১
চারটি পাখি ও আল্লাহ পাকের কুদরত ২
চারটি পাখির মধ্যে চারটি মন্দ বিষয় ৪
অহংকারীদের জন্য উপদেশ ৬
ফেরাউন ও নমরূদের পরিণাম ৬
পদবী সেটাই উত্তম যেটা ইসলামের ভালোবাসার সাথে হয় ৭
বদ নসীব আবিদ ৮
দুনিয়ার ভালোবাসায় মগ্ন ৯
শিক্ষণীয় মৃত্যু ১০
একজন রেফারির আকস্মিক মৃত্যু ১১
চারটি বিপদ ১২
প্রথম বিপদ ১৩
দ্বিতীয় বিপদ ১৪
হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দানশীলতার শান ১৪
তৃতীয় বিপদ ১৬
সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও গরিব ১৭
এক দিরহাম একলাখ দিরহামের চেয়ে বেশি হয়ে গেল ১৭
কখনো ধনী না হওয়া ব্যক্তি ১৯
চতুর্থ বিপদ ২০

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

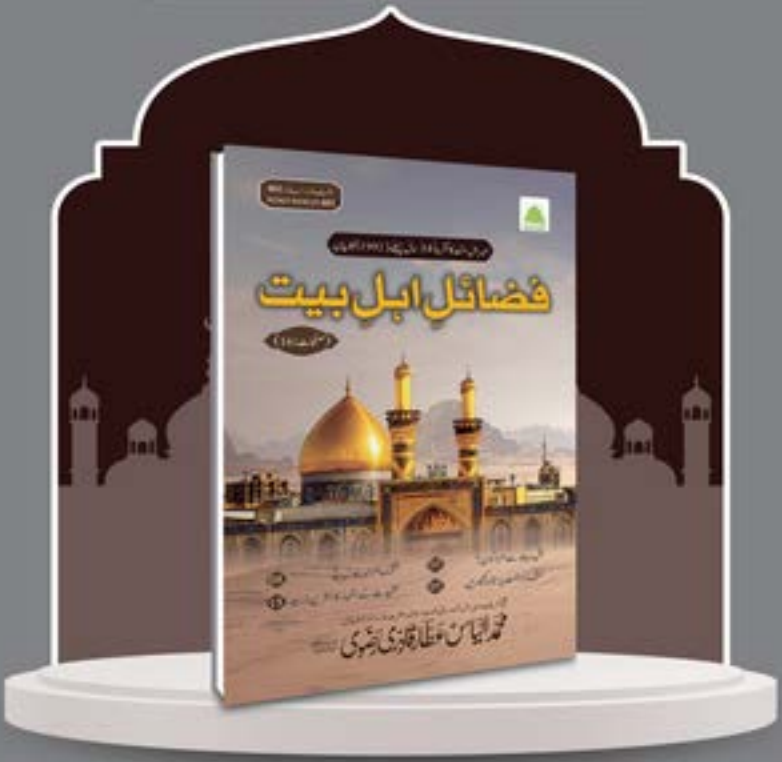

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net